গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.২৭.০৫.১৮-৩৫২ তারিখঃ ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহীর অফিস সহায়ক মোসাঃ হাফিজা খাতুন সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার বিষয়টি ০৬-০১-২০১৬ তারিখে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহীর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে স্বীকার করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ (১) অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৪/২০১৬) রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে হাফিজা খাতুন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ চেয়ে মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বরাবর আপিল আবেদন করেন। গত ৩০-০৩-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে হাফিজা খাতুন তার অপরাধ স্বীকার করেন।

যেহেতু ২য় বার নোটিশ জারি না করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি-৪(৫)(সি) মোতাবেক চাকরি হতে অপসারণ (Removal from Service) দন্ড প্রদান করা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর আপিল বিধি ১৮ অনুযায়ী হাফিজা খাতুন চাকরিতে পূণর্বহালের জন্য ব্যক্তিগত শুনানী চেয়ে সচিব মহোদয় বরাবর আপীল আবেদন করেন।

যেহেতু, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ ও রেকর্ড পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মচারী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমান সঠিক নয় মর্মে তিনি দাবী করেন। এ প্রেক্ষিতে আত্মসাৎকৃত অর্থের সঠিক পরিমান নির্ধারণ এবং সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এর সাথে আরও কোন ব্যক্তি জড়িত কি-না সে বিষয়টি তদন্তের জন্য ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় রাজশাহী এর লাইসেন্স নবায়ন/নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়।

১। নতুন লাইসেন্স প্রাপ্তি/নবায়নের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিকগণ নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করবেন। কর্তৃপক্ষ আবেদন পর্যালোচনা করে নতুন লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করবেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মালিক/মালিকগণের প্রতিনিধিদের সাথে তদন্ত টিম আলোচনা করে জানতে পারেন যে, মালিকগণ অফিসকে তাদের প্রদানকৃত টাকার বিপরীতে নতুন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স এবং নবায়নের কাগজ হাতে পেয়ে থাকেন। পরিদর্শকগণ নিজে উদ্যোগী হয়ে ট্রেজারী চালান জমা করে থাকেন।
২। উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী'র জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পযর্ন্ত লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ ৩৬১টি চালানে প্রদর্শিত টাকা ২,৫২,৫৮২/-(দুই লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত বিরাশি)। কিন্তু সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে ৩৫,০২৭/-(পয়ত্রিশ হাজার সাতাশ) টাকা, পার্থক্য (২,৫২,৫৮২-৩৫,০২৭)=২,১৭,৫৫৫/-(দুই লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি। ৩৩৩টি চালানের কপি হাফিজা খাতুনের লেখা এবং আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমান ২,০৩,৯৭৫/-(দুই লক্ষ তিন হাজার নয়শত পচাত্তর) টাকা। হাফিজা খাতুন উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে স্বীকার করে জানান যে, চালান লেখা এবং জমা দেয়ার কাজ তার ছিলনা। তিনি আরও জানান কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চালান জমা দিয়েছেন এবং অফিসার হিসেবে জনাব মোঃ আজাহারুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক তাকে দিয়ে যদি চালান লেখানো এবং জমা না দেয়া হতো তাহলে এমন অপরাধ হতোনা মর্মে তিনি দাবী করেন।
৩। কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হলে বিধি অনুযায়ী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে সকল কাগজপত্রসহ আবেদন করবে। এক্ষেত্রে উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহীর কর্মকর্তারা অতি উৎসাহী হয়ে মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাফিজা খাতুনকে দিয়ে চালান লিখাতেন এবং সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা দিতেন যা সরকারি বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

চলমান পাতা/২

৪। মোসাঃ হাফিজা খাতুন একজন ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারী। এক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় চালান লেখেননি বা জমা দেননি। তার উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে চালান লেখাতে এবং জমা দিতে বাধ্য করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে,অভিযোগের উপর প্রাপ্ত তথ্য প্রমানাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি ২২(১) (বি) অনুযায়ী অভিযোগের উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি যথার্থ ছিলনা বিধায় বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। তাছাড়া বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুদন্ড আরোপ করা হলেও ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়নি । এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ২২(১)(এ)-এ বর্ণিত কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এমনকি সরকারি অর্থ আত্মসাৎ হলেও এ অর্থ আদায়ের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি।

যেহেতু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চালান লেখা ও জমা দানের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এর অপরাধটি মোসাঃ হাফিজা খাতুন স্বীকার করেছেন এবং বিভাগীয় মামলাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ অনুযায়ী পরিচালিত হয় নাই সেহেতু মোসাঃ হাফিজা খাতুন কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ২,০৩,৯৭৫/-(দুই লক্ষ তিন হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকা প্রতিমাসে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে সরকারি কোষাগারে সংশ্লিষ্ট কোডে চালানের মাধ্যমে জমাদানের শর্তে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর আপিল নিষ্পত্তি ২২(১) অনুযায়ী তাকে চাকরিতে পূণর্বহাল করা হলো এবং চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অপসারণের তারিখ থেকে পূণর্বহালের তারিখ পর্যন্ত সময় অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো। একইসাথে তার ২টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ক্রমবর্ধিষ্ণুহারে স্থগিত করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.২৭.০৫.১৮-৩৫২/১(৭) তারিখঃ ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী।
৬। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ৬৯ আলম এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৭। মোছা: হাফিজা খাতুন, অফিস সহায়ক (অপসারিত), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ৬৯ আলম এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা-মোঃ হারুন-অর-রশিদ, গ্রাম-ডিআর বাগইল, ইশ্বরদি, পাবনা।
বর্তমান ঠিকানাঃ পিতা-মোঃ হারুন-অর-রশিদ, উপশহর এ/২৩৪, পোঃ-সপুরা,
থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।

২৪.৫.২০১৮
(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (শাখা-১০)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

D/New doc/Case-2017